গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

০১। **উদ্ভাবনের শিরোনামঃ** কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের ডকুমেন্টেশন প্রস্তুত ও প্রচার।

০২। **কীভাবে যাত্রা শুরম্ন/পটভূমিঃ**

- **বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহঃ**-শস্য শ্যামল আমাদের এই বাংলাদেশ আজ দানাদার শস্যে স্বয়ংস্পূর্ণ ও স্বনির্ভর। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দানাদার শস্যের পাশাপাশি শাকসবজি ও ফলমূলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচুর পরিমানে শাকসবজি উৎপাদন হলেও যথাযথ বাজারজাতকরণ এবং উপযুক্ত বহুমূখী ব্যবহারের অপ্রতুলতার কারণে উৎপাদিত শস্যের প্রায় ২৫-৩০ ভাগ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে একদিকে যেমন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে অন্যদিকে কৃষক/উৎপাদকগণ আর্থিকভাবে ড়্গাতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি ও ফলমূল জন্মায়। বাংলাদেশ বর্তমানে শাকসবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়। কাঁঠাল উৎপাদনে ২য়, আম উৎপাদনে ৭ম এবং পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম স্থানে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ১,৫৯,৫৪,০০০ মেট্রিক টন শাকসবজি উৎপাদিত হয়। প্রচুর পরিমানে ভিটামিন, খনিজ পদার্থে ভরপুর শাকসবজি ও ফলমূল ভিটামিন ও খনিজ লবনের ঘাটতিপূরণ, সুস্থকর্মড়্গাম ও রোগব্যাধি মুক্ত জীবন গড়তে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর তথ্যমতে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক নূন্যতম ৪০০ গ্রাম শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শাকসবজি ও ফলমূলের প্রতি মানুষের অনীহা ও সচেতনতার অভাবে আমরা গ্রহণ করি মাত্র ১২৫-১৫০ গ্রাম। আমাদের দেশে শাকসবজি ও ফলমূলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও সঠিক শস্য সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের অভাবে উৎপাদিত শস্যের ২৫-৩০ ভাগ নষ্ট হয়ে যায়। শাকসবজি ও ফলমূল দ্রম্নত পঁচনশীল বিধায় কিছু কিছু শস্যের ড়্গেত্রে পঁচন বৃদ্ধি পেয়ে এই পরিমান ৪০-৫০ ভাগ পর্যন্স্ত হয়ে থাকে। শস্য সংগ্রহ, ধৌতকরণ/পরিস্কারকরণ, সর্টিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং, পরিবহন, সংরড়্গাণ ও বাজারজাতকরণ পর্যায়ে সঠিক ও দড়্গা ব্যবস্থাপনার অভাব সবজির পঁচন বাড়ে। কৃষি প্রধান এদেশে কৃষিপণ্যের উৎপাদনে গতিশীলতা নির্ভর করে পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির উপর। তাই বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রস্তুতকৃত এই ডকুমেন্টারী দ্বারা কৃষকের গৃহ পর্যায়ে প্রশিড়্গাণ করা সম্ভব হবে। ফলে কৃষকের সময় ও শ্রমেরও অনেক সাশ্রয় হবে। যার ফলে কৃষকের উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

- **অনুপ্রেরণার উৎসঃ**-কৃষক প্রশিড়্গাণ কার্যক্রম সহজীকরণে সহযোগিতা করা।

- **যে পদড়্গেপ গ্রহণ করা হয়েছিলঃ** ক) তথ্য সংগ্রহ
  খ) ডকুমেন্টারী প্রণয়নের পদড়্গেপ গ্রহণ
  গ) প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ

- **বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলঃ** ক) বাজেট ব্যবস্থাপনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ
  খ) তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা গ্রহণ
  গ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ

- **টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণঃ** একটি ডকুমেন্টারী তৈরী পূর্বক সিডি কপিতে সমগ্র দেশে বিতরণ ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৩। **পরিবর্তনে শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছেঃ** কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্বল্প জনবল থাকায় মাঠ পর্যায়ে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানীকরণসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষিপণ্য সংগ্রহ, বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ, পরিবহণ ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা কষ্টসাধ্য। এ প্রেক্ষিতে ডকুমেন্টারী প্রণয়ণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা যথেষ্ট সহজতর হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক জনবলকে প্রশিক্ষণ যেমন সম্ভব হয়েছে তেমনি সম্ভব হয়েছে প্রশিক্ষক ছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ ধরণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনকারীগণ সহজেই সর্টিং, গ্রেডিং, ক্লিনিং, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ, পরিবহণ কার্যক্রম বিষয়ে সচেতন হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে যথেষ্ট সহায়ক হচ্ছে।

তাছাড়া সেকেন্ডারী প্রসেসিং যেমন জ্যাম, জেলী, আচার ইত্যাদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাড়তি আয়েরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ডকুমেন্টারী প্রণয়েনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করায় একদিকে যেমন কম প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হচ্ছে অপরদিকে কম সময়ে অধিক সংখ্যক সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

০৪। **উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতিঃ** অংশীজন খুব সহজে পঁচনশীল কৃষিপণ্যের প্রাইমারী প্রশিক্ষণের আওতায় ফসল সংগ্রহ, সর্টিং, গ্রেডিং, ক্লিনিং, প্যাকেজিং, পরিবহন এইসব ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। তাছাড়া পঁচনশীল কৃষিপণ্যের দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষণের জন্য সেকেন্ডারী প্রসেসিং যথাক্রমে জ্যাম, জেলী, সস, আচার, ড্রাই ফ্রুট ইত্যাদি তৈরী করার পদ্ধতি খুব স্বল্প সময়ে কৃষক-কৃষাণী প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ফলে গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতি শিখে একদিকে যেমন ফসল সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে অপরদিকে, পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া প্রক্রিয়াজাত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

এধরণের প্রশিক্ষণে মাঠ পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীগণ যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়।

০৫। **টিভিসি/ গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ ভিডিওঃ**

টিসিভি বিশেস্নষণ টেবিলের মাধ্যমে

ক্রমিক নং	বিষয়	পূর্বে	বর্তমান	পার্থক্য
০১	সময়	০৫ দিন	০২ দিন	০৩ দিন
০২	খরচ	৫০০/-	২০০/-	৩০০/-
০৩	পরিদর্শন	০৪ বার	০২ বার	০২ বার

উপরোক্ত টেবিল থেকে দেখা যাচ্ছে উদ্যোগটি পাইলটিং এর পূর্বে সময় লাগত ০৫ দিন খরচ হতো ৫০০/- টাকা এবং পরিদর্শন করতে হতো ০৪ বার। কিন্তু পাইলটিং এর পরে সময় বাঁচলো ০৩ দিন, খরচ বাঁচল ৩০০/- টাকা এবং পরিদর্শন কমে গেছে ০২ বার।

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিমঃ

(১) জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী, প্রধান (গঃ ও উঃ)	আহবায়ক	
(২) জনাব ইকবাল হোসেন চাকলাদার, উপ–পরিচালক (উপসচিব) (আরইটিসি)	সদস্য	
(৩) বেগম শাহনাজ বেগম নীনা (উপসচিব), উপ–পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)	সদস্য	
(৪) জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন, উপ–পরিচালক (গবেষণা)	সদস্য	
(৫) জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান সবুজ, সহকারী পরিচালক (পিপি)	সদস্য	
(৬) জনাব মাসুদ রানা, সহকারী পরিচালক (আইসিটি)	সদস্য	
(৭) জনাব মোঃ শামসুর রহমান, সহকারী পরিচালক (কৃষি ব্যবসা ও বাজার ব্যবস্থাপনা)	সদস্য–সচিব	